চিত্রশিল্পী সুবর্ণা সেনের একক প্রদর্শনী শুরু

ঈশ্বরদিঘি শিল্পকলা কেন্দ্রে ৭ দিনব্যাপী আয়োজন

ঈশ্বরদিঘি শিল্পকলা কেন্দ্রে শুক্রবার সন্ধ্যায় চিত্রশিল্পী সুবর্ণা সেনের একক চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হয়েছে। ৭ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে তাঁর ৬৪টি জলরঙ ও অ্যাক্রিলিক চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুল আলম তালুকদার। প্রদর্শনী চলবে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

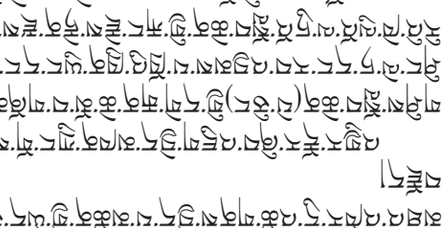

উদ্বোধনী দিনে চিত্রশিল্পী সুবর্ণা সেন তাঁর আঁকা ছবির সামনে দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন

সুবর্ণা সেন ঈশ্বরদিঘি সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৭ সালে চারুকলায় স্নাতক এবং ১৯৮৯ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় ছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি স্বামীর কর্মস্থল ঈশ্বরদিঘিতে ফিরে আসেন। তাঁর চিত্রকর্মে নদী, নৌকা, হাট ও গ্রামীণ নারীর জীবন বারবার ফিরে এসেছে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যাপক মাহবুবুল আলম তালুকদার বলেন, “সুবর্ণা সেন আমাদের অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতিকে যে মমতা দিয়ে আঁকেন, তা সহজে চোখে পড়ে না। তাঁর ছবি ধীরে ধীরে দেখতে হয়।” তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রদর্শনী থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

শিল্পী সুবর্ণা সেন বলেন, “আমি ছোটবেলায় নানির সঙ্গে নৌকায় করে বাপের বাড়ি যেতাম। সেই যাত্রাপথের দৃশ্য আমার মনে গেঁথে আছে। সেগুলোই আমি বারবার আঁকি।” তিনি জানান, প্রদর্শনীর ৬৪টি চিত্রকর্মের মধ্যে ২৭টি নতুন আঁকা, বাকিগুলো গত পাঁচ বছরের সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

প্রদর্শনী উপলক্ষে কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে ৩০০ শিল্পবিষয়ক বই নিয়ে একটি ছোট পাঠাগার খোলা হয়েছে। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত শিল্পী নিজে উপস্থিত থাকবেন। ৫ এপ্রিল বিকাল ৩টায় শিশুদের জন্য একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

ঈশ্বরদিঘি পৌরসভার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ঈশ্বরদিঘি পৌরসভার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পৌরসভার মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় পৌরসভা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। নির্মাণ কাজ শেষ হবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে।

মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন বলেন, “পুরনো ভবনটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত। এখন সেটি জরাজীর্ণ। নতুন ভবনে নাগরিক সেবা আরও সহজ হবে।” তিনি জানান, নতুন ভবনে ৩টি তলা থাকবে। এতে ৪২টি কক্ষ, একটি সভাকক্ষ ও একটি গ্রন্থাগার থাকবে।

পৌরসভার প্রকৌশলী মো. আবদুল মতিন খন্দকার জানান, ভবনটি ভূমিকম্প সহনীয় করে নির্মাণ করা হবে। ভবনে ৪টি লিফট ও ২টি সিঁড়ি থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ ও শৌচাগার রাখা হবে। ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর কাউন্সিলর মো. শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, মো. আবুল কাশেম মিয়া ও মোছাম্মৎ নাসরিন আক্তার। তাঁরা বলেন, নতুন ভবন চালু হলে পৌরসভার অনেক সেবা এক ছাদের নিচে পাওয়া যাবে। এতে নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে।

মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন বলেন, “পুরনো ভবনটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত। এখন সেটি জরাজীর্ণ। নতুন ভবনে নাগরিক সেবা আরও সহজ হবে।” তিনি জানান, নতুন ভবনে ৩টি তলা থাকবে। এতে ৪২টি কক্ষ, একটি সভাকক্ষ ও একটি গ্রন্থাগার থাকবে।

পৌরসভার প্রকৌশলী মো. আবদুল মতিন খন্দকার জানান, ভবনটি ভূমিকম্প সহনীয় করে নির্মাণ করা হবে। ভবনে ৪টি লিফট ও ২টি সিঁড়ি থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ ও শৌচাগার রাখা হবে। ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর কাউন্সিলর মো. শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, মো. আবুল কাশেম মিয়া ও মোছাম্মৎ নাসরিন আক্তার। তাঁরা বলেন, নতুন ভবন চালু হলে পৌরসভার অনেক সেবা এক ছাদের নিচে পাওয়া যাবে। এতে নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে।

ঈশ্বরদিঘি পৌরসভার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ঈশ্বরদিঘি পৌরসভার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পৌরসভার মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় পৌরসভা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। নির্মাণ কাজ শেষ হবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে।

মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন বলেন, “পুরনো ভবনটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত। এখন সেটি জরাজীর্ণ। নতুন ভবনে নাগরিক সেবা আরও সহজ হবে।” তিনি জানান, নতুন ভবনে ৩টি তলা থাকবে। এতে ৪২টি কক্ষ, একটি সভাকক্ষ ও একটি গ্রন্থাগার থাকবে।

পৌরসভার প্রকৌশলী মো. আবদুল মতিন খন্দকার জানান, ভবনটি ভূমিকম্প সহনীয় করে নির্মাণ করা হবে। ভবনে ৪টি লিফট ও ২টি সিঁড়ি থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ ও শৌচাগার রাখা হবে। ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর কাউন্সিলর মো. শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, মো. আবুল কাশেম মিয়া ও মোছাম্মৎ নাসরিন আক্তার। তাঁরা বলেন, নতুন ভবন চালু হলে পৌরসভার অনেক সেবা এক ছাদের নিচে পাওয়া যাবে। এতে নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে।

ঈশ্বরদিঘি পৌরসভার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ঈশ্বরদিঘি পৌরসভার নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পৌরসভার মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় পৌরসভা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। নির্মাণ কাজ শেষ হবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে।

মেয়র মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন বলেন, “পুরনো ভবনটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত। এখন সেটি জরাজীর্ণ। নতুন ভবনে নাগরিক সেবা আরও সহজ হবে।” তিনি জানান, নতুন ভবনে ৩টি তলা থাকবে। এতে ৪২টি কক্ষ, একটি সভাকক্ষ ও একটি গ্রন্থাগার থাকবে।

পৌরসভার প্রকৌশলী মো. আবদুল মতিন খন্দকার জানান, ভবনটি ভূমিকম্প সহনীয় করে নির্মাণ করা হবে। ভবনে ৪টি লিফট ও ২টি সিঁড়ি থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ ও শৌচাগার রাখা হবে। ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর কাউন্সিলর মো. শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, মো. আবুল কাশেম মিয়া ও মোছাম্মৎ নাসরিন আক্তার। তাঁরা বলেন, নতুন ভবন চালু হলে পৌরসভার অনেক সেবা এক ছাদের নিচে পাওয়া যাবে। এতে নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে।